গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.nbr.gov.bd

নথি নং-০৮.০১.০০০০.০১.০৫.০০২.২০১৬.১২ তারিখঃ ৩১ অক্টোবর, ২০১৭ খ্রিঃ।

দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বক্তব্য

গত ২৯ অক্টোবর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ রবিবার দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার প্রথম পাতায় 'প্রধানমন্ত্রীর কাছে যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যানের খোলা চিঠি' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বক্তব্য নিম্নরুপঃ

- অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারের একমাত্র প্রতিষ্ঠান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি এই প্রতিষ্ঠান সফলতার সাথে সরকারের কোষাগার সমৃদ্ধ করছে। দেশে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ করে সম্মানিত করদাতাদের কাছ থেকে রাজস্ব আহরণ করছে। সরকারের ক্রমবর্ধিষ্ণু রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে গিয়ে এনবিআরকে আইন প্রয়োগে সক্রিয় হতে হয়। সম্মানিত করদাতাগণ দেশের প্রচলিত আইন মেনে রাজস্ব দিয়ে দেশের কোষাগার সমৃদ্ধ করছেন। কিছু করদাতা এর ব্যতিক্রম ঘটিয়ে, আইন মেনে রাজস্ব দেন না; অধিকন্তু, সজ্ঞানে রাজস্ব আহরণকে বাধাগ্রস্থ করেন। সমতা ও ন্যায়পরায়নতার স্বার্থে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ সকল করদাতার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের মনোভাব পোষণ করে। ফলে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তারা অশোভন ও দৃষ্টিকটুভাবে ক্ষমতা ও গণমাধ্যমের অপব্যবহার করে এবং দেশ ও জনগণের আস্থাভাজন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ও এর প্রধানের সুনাম ক্ষুণ্নে যুদ্ধংদেহী মানসিকতা প্রদর্শন করে। সম্প্রতি দৈনিক যুগান্তর ও অঙ্গ প্রতিষ্ঠান জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিরুদ্ধে গত ২৯ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে মনগড়া উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংবাদ প্রকাশ করেছেন।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুসারে রুপকল্প-২০২১ ও রুপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যে এনবিআর নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। ফলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন, করদাতা-বান্ধব পরিবেশ তৈরিসহ জাতীয় জীবনের সর্বত্র একটি রাজস্ব-বান্ধব সংস্কৃতি চালু হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করাই আগের যেকোন সময়ের তুলনায় এনবিআরে সুশাসন বিরাজ করছে। এতে করে সৎ ব্যবসায়ীগণ কাজে উৎসাহিত হচ্ছেন।

- বিষয়োক্ত দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্রধানমন্ত্রীর কাছে যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যানের খোলা চিঠি' শীর্ষক প্রতিবেদনটি মিথ্যা, ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং যথাযথ তথ্য-নির্ভর নয়। প্রকৃত তথ্য এই যে, সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড 'সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা নীতি'র আলোকে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি ও সংগঠনের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব আহরণের নিমিত্তে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এতে কেউ কেউ ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলে ক্রোধ ও ঈর্ষান্বিত হয়ে এনবিআরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ও অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছেন।

- উল্লেখ প্রাসঙ্গিক, ইতোপূর্বেও বিভিন্ন সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এর চেয়ারম্যানকে জড়িয়ে মিথ্যা ও কুৎসাপূর্ণ সংবাদে সংক্ষুব্ধ হয়ে এনবিআর কর্তৃক আইনের আশ্রয় নেয়া হয়। কুৎসাপূর্ণ ও বানোয়াট প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে আদালতে মামলা দায়ের করা হয় এবং মাননীয় আদালত কর্তৃক যুগান্তর পত্রিকা ও যমুনা টেলিভিশনে এনবিআর তথা চেয়ারম্যান সম্পর্কিত কোন সংবাদ প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়, যা এখনো বলবৎ রয়েছে। আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে প্রকাশিত তথাকথিত 'খোলা চিঠি' আদালত অবমাননার শামিল। সত্যের ধ্বজাধারী আদালতের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি সম্পূর্ণ গোপন করে নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করে পাঠককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

- এরূপ সংবাদ, প্রতিবেদন ইত্যাদি একই পত্রিকায় প্রকাশ করে সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুনাম ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত 'দুষ্টের দমন-শিষ্টের পালন' নীতি বাস্তবায়নের ফলে যুগান্তর এর মালিক ও তার মালিকানাধীন বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের শত শত কোটি টাকার রাজস্ব জালিয়াতির ঘটনা বেরিয়ে এসেছে। ফলশ্রুতিতে এর মালিকপক্ষ আসার প্রেক্ষিতে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে এ ধরনের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাচ্ছে।

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মানদন্ড বজায় রাখার নিমিত্তে "যুগান্তর" এ ধরনের কুৎসা রটনার অপপ্রয়াস থেকে বিরত থাকবে এবং সরকারের রাজস্ব আদায় ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। প্রকাশিত তথাকথিত খোলা চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে যে, সম্প্রতি আদালত অবমাননা সংক্রান্ত একটি মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট ভ্যাট ও এআইটি'র অর্থ ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সে নির্দেশ পালন করছে না। প্রকৃত তথ্য, সংশ্লিষ্ট আদেশটির বিরুদ্ধে সিভিল রিভিউ পিটিশন নং-৪১৫/২০১৭ দায়ের করা হয়েছে, যার । তাই, বিষয়টি এখনো আদালতে নিষ্পন্নাধীন। এ বিষয়ে প্রকাশিত তথ্য সত্য ও তথ্যনির্ভর নয়।

- **যমুনা ডেনিমস উইভিং লিঃ কে বন্ড লাইসেন্স প্রদান না করা ঃ** প্রকাশিত প্রতিবেদনের ৪র্থ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রযোজ্য সকল শর্ত পরিপালনপূর্বক কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা'র নিকট যমুনা শিল্প গ্রুপের মালিকানাধীন যমুনা ডেনিমস উইভিং লিঃ প্রতিষ্ঠানটিকে বন্ড লাইসেন্স প্রদানের আবেদন করার পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের হস্তক্ষেপে বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা হয়নি। একারণে যমুনা গ্রুপ আদালতে রীট মামলা দায়ের করে। উক্ত রীট মামলার রায়ে ৩০ দিনের মধ্যে বন্ড কমিশনারকে লাইসেন্স দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু, উক্ত রায় বাস্তবায়ন করা হয়নি। এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য হলো, যমুনা ডেনিমস উইভিং লিঃ এর অনুকূলে বন্ড লাইসেন্সের জন্য আবেদনকালীন যমুনা শিল্প গ্রুপের মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনস্থ শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর বিভাগের ১৯৬.০৪ (একশত ছিয়ানব্বই দশমিক শূন্য চার) কোটি টাকার অধিক রাজস্ব পাওনা ছিল। ফাঁকিকৃত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে দাবীনামা জারি করা হলে যমুনা গ্রুপ মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিভিন্ন বেঞ্চে ১৩টি রীট মামলা দায়ের করে। তৎপ্রেক্ষিতে জাতীয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আদেশ নং-৩(৪) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০২/৭২, তারিখ ০৭.০২.২০১৬ অনুযায়ী ফাঁকি প্রদত্ত রাজস্ব অর্জিত ও অনাদায়ী থাকায় কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কর্তৃক বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা হয়নি। পরবর্তীতে যমুনা গ্রুপ মাননীয় হাইকোর্টে রীট মামলা নং-১১৫৩৬/২০১৫ দায়ের করলে উক্ত মামলার ১০.০২.২০১৬ তারিখের আদেশে মাননীয় হাইকোর্ট নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করেন ঃ

"The Commissioner of Customs Bond Commissionerate, Dhaka is hereby directed to dispose of the petitioner's application for bonded warehouse license dated 09.05.2015 as contained in annex-B within 30 days in accordance with law after receipt of a copy of the judgment."

উল্লেখ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিজ্ঞ আদালতের ব্যাপারে খুবই শ্রদ্ধাশীল। মাননীয় হাইকোর্টে বিভাগের রীট মামলা নং-১১৫৩৬/২০১৫ এর বিপরীতে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ১০.০২.২০১৬ তারিখের আদেশে যমুনা ডেনিমস উইভিং লিঃ এর বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন আইনানুগভাবে নিষ্পত্তির নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ অনুযায়ী কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কর্তৃক ত্বরিৎ ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং আইনানুগভাবে ২৬.০৬.২০১৬ তারিখে ফাঁকি প্রদত্ত রাজস্ব পরিশোধ না করায় যমুনা ডেনিমস উইভিং লিঃ এর বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন খারিজ করে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়। এ ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ বাস্তবায়ন না করার অভিযোগ বাস্তবসম্মত নয় ।

- **আদালত অবমাননার মামলার রায়ে ২ মাসের মধ্যে বন্ড লাইসেন্স প্রদানের নির্দেশনা প্রদান ঃ** প্রকাশিত প্রতিবেদনের ৪র্থ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যমুনা ডেনিমস উইভিং লিঃ প্রতিষ্ঠানটিকে বন্ড লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে দায়েরকৃত রীট মামলা নং-১১৫৩৬/২০১৫ এর বিপরীতে মাননীয় হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ১০.০২.২০১৬ তারিখের আদেশ বাস্তবায়ন না করায় যমুনা গ্রুপ কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা রুজু করা হয়। গত জুলাই মাসে এ মামলার রায়ে ০২ মাসের মধ্যে যমুনা ডেনিমস উইভিং লিঃ এর অনুকূলে বন্ড লাইসেন্স প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বন্ড কমিশনারকে নির্দেশনা দেয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এ বিষয়টিও অসত্য এবং তথ্য-নির্ভর নয়। প্রকৃত তথ্য হলো যমুনা ডেনিমস উইভিং লিঃ প্রতিষ্ঠানটিকে বন্ড লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে যমুনা গ্রুপ কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কন্টেম্পট পিটিশন নং- ২৯৮/২০১৬ এর বিপরীতে মাননীয় হাইকোর্টের ১৬.০৮.২০১৬ তারিখের আদেশে কেবল রুলনিশি জারী করা হয়েছে - চূড়ান্ত কোন আদেশ অদ্যাবধি জারি করা হয়নি।

- **এনবিআর বিটে কর্মরত যুগান্তরের সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক(ইকোনোমিক এডিটর) হেলাল উদ্দিনের সঙ্গে তিনি দায়িত্ব নেয়ার পর প্রকাশ্যে বিরোধ জড়িয়ে পড়েনঃ** একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সকল ধরনের সংবাদ মাধ্যমের মালিক ও সংবাদকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক ও সমতা বজায় রেখে সুষমভাবে রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি এনবিআর ও এর প্রধান হিসেবে চেয়ারম্যান মহোদয়ের ব্যক্তিগত অনুরাগ বা বিরাগ নেই। ফলে কথিত জনৈক সাংবাদিকের সাথে ও এনবিআর বা চেয়ারম্যান, এনবিআর এর ব্যক্তিগত বিরোধের প্রশ্ন আসে না। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, একটি ফৌজদারী মামলায় উক্ত সাংবাদিক কাস্টমসের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ব্লাকমেইল করার দায়ে মাননীয় আদালত কর্তৃক জামিন না দেয়ায় কারাভোগ করেছেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সকল সংবাদ মাধ্যমের সকলের সাথে সমতা, সংহতি ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে রাজস্ব আহরণে বদ্ধ পরিকর।

- দেশ ও জনগণের আস্থাভাজন একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হলো এনবিআর। গত অর্থ বছরে এ প্রতিষ্ঠানটি এক লক্ষ পঁচাশি হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আহরণ করেছেন। চলতি অর্থ বছরে এ প্রতিষ্ঠানকে দুই লক্ষ আটচল্লিশ কোটি টাকা আহরণ করতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান ২০১৫ সালে যোগদানের পর একাধারে তিন বছর (২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭) রাজস্ব

আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। তাঁর নিষ্ঠা, কর্মপ্রচেষ্টা ও বৈপ্লবিক নেতৃত্বগুণে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে। এনবিআর ও এর চেয়ারম্যানের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে কতিপয় অসাধু ও করফাঁকিবাজ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এনবিআরের সুনাম ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে। লক্ষ্য করা গেছে, চেয়ারম্যানের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করার জন্য একটি স্বার্থান্বেষী মহল বিশেষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে যারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এর চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অমার্জিত, শিষ্টাচার বিবর্জিত, মানহানিকর, মিথ্যা তথ্যসম্বলিত এবং প্রতিশোধ পরায়ণমূলক ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। এ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রায়শঃ বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্যমূলক এবং ভিত্তিহীন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়ে থাকে, যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। এ ধরনের দায়িত্বহীন কর্মকান্ড হতে বিরত থেকে জাতীয় রাজস্ব আহরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার জন্য যুগান্তর পত্রিকার প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনুরোধ জ্ঞাপন করছে।

- সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে যে মুহুর্তে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের জন্য একটি ব্যবসা বান্ধব, রাজস্ব বান্ধব, গণমুখী এবং সুষম বাজেট প্রণয়নের কাজে মনোনিবেশ করছেন, সেই সময় ব্যক্তিগত রোষাণল থেকে বারবার এই ধরনের মিথ্যা তথ্য সম্বলিত ধারাবাহিক প্রতিশোধপরায়ণমূলক প্রতিবেদন যমুনা গ্রুপের মালিকানাধীন দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশ করা রাষ্ট্র ও জনগণের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের পরিচায়ক।

- এখানে বলা প্রাসাঙ্গিক, 'রাজস্ব' রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার। বিশ্বব্যাপী সকল রাষ্ট্র ও জনগণের অগ্রাধিকার "নিজস্ব সম্পদ"। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার উন্নয়ন অভিষ্ট ১৭.১ অনুযায়ী 'অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্পদ সংগ্রহে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্মানিত করদাতা ও আপামর জনসাধারণের সর্বাত্মক সহযোগিতার ফলে পর পর তিন বছর রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এনবিআরকে দুই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একশত নব্বই কোটি টাকা আদায় করতে হবে। রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহযোগিতা ও সমর্থনে প্রদানের জন্য দৈনিক যুগান্তর ও এর স্বত্ত্বাধিকারীগণকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিশেষভাবে অনুরোধ করছে।
- প্রসঙ্গত : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপ্রসূ বা পক্ষপাতদুষ্ট নয়। রাজস্বের প্রয়োজনে ও রাষ্ট্রের স্বার্থে আন্তর্জাতিক উত্তমচর্চা ও নিয়ম নীতির আলোকে এ প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এক্ষেত্রে দৈনিক যুগান্তর ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো চলমান তথ্য উপাত্তবিহীন, অসত্য ও মনগড়া সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশে বিরত থাকবে বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রত্যাশা করে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট ও বিদ্বেষপ্রসূত প্রতিবেদন প্রকাশ হতে থাকলে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের বিকল্প থাকবে না।

উল্লিখিত খোলা চিঠির প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এই প্রতিবাদপত্র একই গুরুত্ব সহকারে আপনার পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপানোর জন্য নির্দেশক্রমে সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

(সৈয়দ এ, মু' মেন)
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রাপক,

বার্তা সম্পাদক
দৈনিক যুগান্তর
ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড)
বারিধারা, ঢাকা-১২২৯।